কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 29 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...৬...

মোহসিনা হোসাইন ▷

ভারী স্কুলব্যাগ : এও কি একটা শাস্তি নয়?

১১ আগস্ট শিশুদের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ নিষিদ্ধ এবং প্রি-প্রাইমারি শিশুদের স্কুলব্যাগ বহন না করতে আইন প্রণয়নের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। জনস্বার্থে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের তিন আইনজীবীর দায়ের করা এক আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্ট এ রুল জারি করেন। এমন একটি আইন প্রণয়ন সত্যি খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে আইন প্রণয়ন করলেই রাতারাতি সব পাল্টে যাবে, এমন নয়। সবার আগে দরকার সচেতনতা। স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক—সবাইকে সচেতন হতে হবে। জোর পদক্ষেপ নিতে হবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে। কমাতে হবে বইয়ের সংখ্যাও

প্রতিদিনকার মতো কাঁধে ছিল ভারী স্কুলব্যাগ। ওই দিনও স্কুলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল বরুণ জৈনের। তাল সামলাতে না পেরে সিঁড়িতে পড়ে যায় ভারতের দিল্লির ওই স্কুলছাত্র। পুরো ভারতবর্ষকে কাঁদিয়ে ছেলেটি চলে যায় না-ফেরার দেশে। ঘটনাটি ২০১২ সালের ২৫ জানুয়ারির।

প্রশ্ন ওঠে, জীবনই যদি না বাঁচে, পড়ালেখা দিয়ে কী হবে? শোক পরিণত হয় প্রতিবাদের ভাষায়। দিল্লিজুড়ে শুরু হয় স্বাক্ষর সংগ্রহ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক-স্কুল পর্যায়ে স্কুলব্যাগের ওজন শিশুর ওজনের ১০ শতাংশের কম করার নির্দেশ জারি করেন দিল্লি হাইকোর্ট। জানা গেল, বরুণ নামের শিশুটি যে ব্যাগ বইছিল, তার ওজন ছিল ওর শরীরের ওজনের ৪০ শতাংশ!

গেল জুলাইয়ে ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার স্কুলপড়ুয়া শিশুদের ভারী স্কুলব্যাগ বহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশের আদালতও এ-সংক্রান্ত একটি রুল জারি করেছেন। গত ১১ আগস্ট শিশুদের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী স্কুলব্যাগ নিষিদ্ধ এবং প্রি-প্রাইমারি শিশুদের স্কুলব্যাগ বহন না করতে আইন প্রণয়নের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। জনস্বার্থে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের তিন আইনজীবীর দায়ের করা এক আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্ট এ রুল জারি করেন।

এমন একটি আইন প্রণয়ন সত্যি খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে আইন প্রণয়ন করলেই রাতারাতি সব পাল্টে যাবে, এমন নয়। সবার আগে দরকার সচেতনতা। স্কুল কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক—সবাইকে সচেতন হতে হবে। জোর পদক্ষেপ নিতে হবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে। কমাতে হবে বইয়ের সংখ্যাও।

স্কুলপড়ুয়া শিশু ও তাদের মা-বাবার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, প্রতিদিন অনেক ক্লাস থাকে। প্রতিটি ক্লাসের জন্য বই, প্রতিটি বিষয়ের আলাদা ফিডব্যাক ও ক্লাসওয়ার্ক খাতা সঙ্গে নিতে হয়। পরীক্ষার জন্য আলাদা খাতা তো আছেই। স্পেশাল স্টাডি প্রোগ্রামের বাড়তি বই ও খাতাও নিতে হয় মাঝেমধ্যে। স্কুল থেকেই সরাসরি কোচিংয়ে যায় অনেক শিশু, বইতে হয় সেসব বই-খাতাও। নোট বই, গাইড বইও সঙ্গে নিয়ে আসে অনেকে। বই, খাতা, কলম, ডায়েরি, পেনসিল বক্স, জ্যামিতি বক্স, স্কেলেই ব্যাগ অনেক ভারী হয়ে যায়, টিফিন বক্স ও পানির বোতল তো আছেই। স্কুলপড়ুয়া অনেক শিশু জানাল, ব্যাগ বহন করতে করতে হাতে ফোসকা পড়ে যায়, পিঠে অনেক ব্যথা করে।

বই বা খাতা না নিয়ে এলে শিক্ষকরা বকাবকি করেন, এমনকি এ কারণে মারধরও করেন বলে অভিযোগ ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষকদের সঙ্গেও এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছে। তাঁদের দাবি, বই ছাড়া ক্লাস করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীরা বই ছাড়া ক্লাসের পড়া বুঝে উঠতে পারে না।

চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, ১৮ বছর পর্যন্ত শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধির সময়। এ সময়টাতে শিশুদের হাড় ও মাংসপেশি অপরিণত ও নরম থাকে। ভারী স্কুলব্যাগ নিয়ে বাচ্চাদের সিঁড়ি বেয়েও উঠতে হয়। এতে ঘাড় সামনে বা পেছনের দিকে কুঁজো হয়ে যায়। ভারী স্কুলব্যাগ বহন করার কারণে শিশুদের ঘাড়, পিঠ ও মাথা ব্যথা হতে পারে। পিঠ ব্যথা পরে ক্রনিক ব্যাক পেইনে রূপ নিতে পারে। এ ছাড়া এ কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যেতে পারে, এমনকি শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

দিনে দিনে শিক্ষার্থীদের ওপর বইয়ের চাপ বাড়ছেই। এটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারই ত্রুটি। ঠিকঠাক সব কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বাড়তি বই। পুঁথিগত বিদ্যার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। তাই বয়সের তুলনায় বেশি বই ছাত্রছাত্রীদের শুধু বহন করতেই হয় না, মুখস্থও করতে হয়। একরকম গেলানো হয় অনেক কঠিন বিষয়। আনন্দময় না হয়ে পড়াটা শিশুদের কাছে হয়ে ওঠে কষ্টকর কোনো কিছু। আর এর মধ্য দিয়ে শিশুদের স্বকীয়তাও নষ্ট হয়। বেশি চাপ দিলে শিশুরা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। নষ্ট হতে পারে সৃষ্টিশীল মেধা।

ক্লাস, কোচিং, প্রাইভেট টিউটর, বাড়ির কাজ—এত চাপ সামাল দেওয়া শিশুর পক্ষে অনেক কঠিন। কোনো কিছু চাপিয়ে দিলে তা শিশুর মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অনেক অভিভাবকও বোঝেন, বাচ্চাদের ওপর বেশি বিষয়ের বই চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তার পরও বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে টিকে থাকতে তাঁরা উঠেপড়ে নামেন। আমরা ভুলেই যেতে বসেছি, পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যাপ্ত ঘুমেরও দরকার আছে। কিন্ডারগার্টেনে এত বেশি বইয়ের চাপ থাকে যে তা সামলাতে অনেক অভিভাবকও হিমশিম খান। অনেক নামকরা স্কুলও পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেয় বাড়তি বই। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক সময় প্রকাশনা সংস্থার যোগসাজশ থাকে। সরকারকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে, যাতে কোনো স্কুল বোর্ড বইয়ের বাইরের কোনো বই পাঠ্য করতে না পারে। বোর্ড বইয়ের বাইরে সম্পূরক, সহায়ক ও গাইড বই স্কুলের পাঠ্য করা নিষিদ্ধ করতে হবে। বইয়ের ওজন কমানোর জন্য পাতলা কাগজ দিয়ে বই ছাপানো যেতে পারে।

উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমন একটি সিলেবাস বা পড়ার ব্যবস্থা করে থাকে, যেটি শিশুদের কাছে চাপ মনে হয় না। কানাডা, আমেরিকা ও ফিনল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুলে থাকে খেলাধুলা ও বিনোদনের নানা উপকরণ। শিশুরা স্কুলে গিয়ে ইচ্ছামতো খেলাধুলা করে, পড়াশোনায় হাতেখড়ি হয় শিক্ষকদের সঙ্গে গল্পচ্ছলে। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে বই নিতে হয় না। স্কুলেই বই থাকে, ক্লাসের পড়া ক্লাসেই শেষ হয়ে যায়। শিশুরা স্কুল গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়েও পড়ে। বাড়িতে গিয়ে পড়তে হয় না, স্কুলের পড়া শেষ হয়ে যায় স্কুলেই। তাই সেখানে ব্যাগে করে বই টেনে আনার প্রশ্নই ওঠে না।

এমনটি সম্ভব না হলে আরেকটি সমাধান হতে পারে, শিক্ষার্থীদের দুই কপি করে পাঠ্য বই দেওয়া হবে। এক কপি থাকবে শিক্ষার্থীর বাসায়, আরেক কপি স্কুলে। এতে ভারী বই বহন করার ঝামেলা থাকবে না। স্কুলে লকার থাকতে পারে, যাতে রাখা যাবে বই-খাতা। বাংলাদেশের কিছু স্কুলেও এমন ব্যবস্থা আছে বলে জেনেছি। প্রাথমিক পর্যায়ের সব বিদ্যালয়ে লকারের ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়। স্কুলে নিরাপদ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতে শিশুদের অন্তত পানির ফ্লাস্ক বয়ে নেওয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া যায়।

অভিভাবকদেরও করণীয় আছে। স্কুলের রুটিনের বাইরের বই বা অপ্রয়োজনীয় জিনিস শিশুরা ব্যাগে ভরছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তাঁদের। এমন স্কুলব্যাগ কেনা উচিত, যেটি শিশুর আকারের সঙ্গে মানানসই। ব্যাগের স্ট্র্যাপগুলো চওড়া ও নরম এবং স্ট্র্যাপগুলোকে ছোট-বড় করার ব্যবস্থা থাকলেও শিশুদের সুবিধা হয়। কোমরের কাছে বাঁধার স্ট্র্যাপ থাকলে কাঁধ ও মেরুদণ্ডের ওপর চাপ কম পড়ে। দুই কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিতে হবে। শিশুদের বাঁচাতে হলে পড়ার বোঝা কমাতেই হবে। সেটা কিভাবে হবে, তা খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষাসংশ্লিষ্টদেরই।

লেখক : শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়
mohsina.hossaindu@gmail.com